

এফিলিয়েটিং ক্ষমতার আরবী বিশ্ববিদ্যালয় হতে জটিলতা সৃষ্টি হতো না -জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট

স্টাফ রিপোর্টার

কলেজ শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত জার্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ফাজিল-কামিলে মান দেয়া হলে নতুন জটিলতা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। ৮-এর পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দে:

এফিলিয়েটিং ক্ষমতার আরবী

১২-এর পৃষ্ঠার পর

মাদ্রাসার শিক্ষার স্বীকৃতি ও নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসের সুযোগ অর্থাৎ রাখতে এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অগ্রাধিকার দিলে বিতর্ক জটিলতা সৃষ্টি হতো না। গতকাল (শনিবার) গাজীপুরে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিভাগীয় শিক্ষক-কর্মচারী সমাবেশে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ এ কথা বলেন।

প্রিন্সিপাল আবুল খায়েরের সভাপতিত্বে গাজীপুরের ১৯ চত্বর মুক্তক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী প্রিন্সিপাল কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, আগামী রোহিঙ্গাদের আগে বেসরকারী স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা শিক্ষক-কর্মচারীরা পূর্ণাঙ্গ উৎসব ভাড়া সম্মানজনক বাড়ীভাড়া না পেলে আসন্ন জার্ব নির্বাচনে শিক্ষক-কর্মচারীরা ক্ষতশীর্ণ হয়ে বিপক্ষে অবস্থান নেয়ার কথা সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করবে।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন যে মেয়াদকালের শেষ পর্যায়ে রাজনৈতিক বিবেচনায় সরকার শিক্ষা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করে মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, অধ্যাপক আসাদ হক, প্রিন্সিপাল মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, এ আরজু, কাজী আবদুল লতিফ, বন্দকার সুলতান আহমেদ, অধ্যাপক শরীফুল ইসলাম, মেফজলুর রহমান, অধ্যাপক আবুল কাশেম, অধ্যাপক শাহেব আলী, অধ্যাপক আবদুল খালেক, সাজেদুল মোনায়েম, ফকরুদ্দীন মুহাম্মদ, অধ্যাপক জিয়াউদ্দীন আহমেদ, আফসার উদ্দিন প্রমুখ।